পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র ও বহিরাগতদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষঃ গুলীবর্ষণে ১ জন নিহতঃ ৫০ জন পুলিশসহ আহত ৯০

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের দ্বিমুখী হামলার মুখে পুলিশ গতকাল (সোমবার) গুলীবর্ষণ করিলে একজন এইচ এস সি পরীক্ষার্থী নিহত হইয়াছেন। গ্রেনেড, এসিড, ভাঙ্গা চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চের টুকরা ও ইট-পাথর লইয়া পরীক্ষার্থীরা হল হইতে এবং বহিরাগতরা সড়ক হইতে পুলিশের উপর হামলা চালায়। বেলা সোয়া ১০টা হইতে দেড়টা পর্যন্ত এই সাড়ে ৩ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ ও গুলীতে আহতের সংখ্যা ৯০ জন। তন্মধ্যে এস. ডি, ও, এস, ডি, পি, ও এবং ১ জন ম্যাজিষ্ট্রেটসহ ৫০ জনই পুলিশ। নকল প্রতিরোধের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করিলে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তরুণদের হামলায় ৩টি বিআরটিসি বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্র-বহিরাগতরা পার্শ্ববর্তী পুলিশ ফাড়ি ও সোনালী ব্যাংকের উপরও আক্রমণ চালায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ ৪৮ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের ২ শত গজ এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করার কথা গত রবিবার রাত্রে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ হইতে মাইকযোগে ঘোষণা করা সত্ত্বেও গতকাল (সোমবার) বহুসংখ্যক বহিরাগত যুবক পরীক্ষা কেন্দ্রের আশে পাশে জমায়েত হয়। এইচ এস সি ইংরাজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পর কলেজ ভবনের দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে কে বা কাহারা একটি প্রশ্নপত্রসহ পরীক্ষার খাতা বাহিরে ছুড়িয়া মারিলে খাতাটি ধরার জন্য ১৫/২০ জন বহিরাগত যুবক দৌড়াইয়া আসে। তখন কর্তব্যরত পুলিশ তাহাদের লাঠি চার্জ করে। ফলে ১ জন বহিরাগত গুরুতররূপে আহত হয়। বহিরাগতরা তখন পুলিশের দিকে ইষ্টক বর্ষণ শুরু করিলে পুলিশ পুনরায় লাঠিচার্জ করে। বহিরাগত ৩/৪ শত যুবক তখন একযোগে পরীক্ষা হলের ভিতরে প্রবেশ করিলে

(৮ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এই সময় কলেজ ভবনের দোতলায় ও তিনতলায় পরীক্ষার্থীরা দরজা বন্ধ করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কিছু বহিরাগত যুবক দ্রুত দুইতলা ও তিনতলায় উঠিয়া 'পুলিশের গুলীতে বহু ছাত্র নিহত' হইয়াছে—এই খবর ছড়াইলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী হলের বারান্দায় চলিয়া আসে এবং নীচে পুলিশের দিকে টুল বেঞ্চ এবং চেয়ার-টেবিল ছুড়িয়া মারিতে থাকে। অপরদিকে বহিরাগতরা কলেজ অধ্যক্ষের চেম্বার ঘেরাও করিয়া হামলা চালায়। কিছু সংখ্যক ছাত্র তখন দৌড়াইয়া কলেজের ল্যাবরেটরী হইতে এসিডের বোতলসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল লইয়া আসে এবং উহা পুলিশের প্রতি নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক জনাব বদরে আলম, কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কুদ্দুস খান, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা পুলিশ অফিসার জনাব আবদুল হান্নান ও সার্কেল পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ প্রায় ৪০ জন পুলিশ এসিডদগ্ধ এবং টুল-বেঞ্চের ভাঙ্গা টুকরা দ্বারা আঘাতের ফলে গুরুতররূপে আহত হয়। তখন পুলিশ প্রথমে ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। কিন্তু ছাত্র ও বহিরাগতরা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় পুলিশ শেষ পর্যন্ত গুলী বর্ষণ করে। এক পর্যায়ে দোতলায় একজন ছাত্র কলেজের অধ্যাপক জনাব শাহাদাৎ হোসেনকে প্রহার করিলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। তখন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকের পুলিশ বেষ্টনীতে কলেজ হইতে স্থানান্তর করা হয়। এই সময় ছাত্ররা এসিডের বোতল নিক্ষেপ এবং একটি গ্রেনেড চার্জ করে। উহাতে ১০ জন পুলিশ গুরুতররূপে আহত হয়। একই সময়ে একদল ছাত্র তোলারাম কলেজের পার্শ্ববর্তী মহিলা কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে ছুটিয়া গিয়া সেখানকার প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের কক্ষ তছনছ করে। তখন কিছু পরীক্ষার্থিনী ভয়ে কলেজের পিছনের দিকের খাল সাঁতরাইয়া পার হইয়া যাইতে দেখা যায়। কিছু সময়ের মধ্যেই সকল পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা বন্ধ করিয়া হল ত্যাগ করে। অপরদিকে তোলারাম কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রেও পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

বেলা পৌনে ১টায় ছাত্র-জনতা পুলিশের ধাওয়া খাইয়া নারায়ণগঞ্জ রোডে চলিয়া যায় এবং সেখানে ৩টি বিআরটিসি বাসের ক্ষতি সাধন করে। বেলা সাড়ে ১২টায় ঢাকা হইতে ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারসহ পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে গিয়া পৌছেন।

উন্মত্ত ছাত্র-জনতা চাষাড়ার মোড়ে ছুটিয়া গিয়া সোনালী ব্যাঙ্ক এবং পার্শ্ববর্তী পুলিশ ফাঁড়ির উপর হামলা চালাইলে পুলিশ দ্বিতীয় পর্যায়ে টিয়ার-গ্যাস এবং গুলী বর্ষণ করে। উহাতে প্রায় ১২ জন আহত হয়। গুলীতে আহত ১১ জনের মধ্যে ৯ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও ২ জনকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থী আবদুল আউয়াল গতকাল রাত সোয়া-৭টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। অপর ২ জন পরীক্ষার্থীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে মোট ৪৮ জনকে গ্রেফতার করে। আহত ম্যাজিষ্ট্রেটসহ পুলিশদের রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আহত ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কুদ্দুস খানের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া পুলিশ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়াছে।

আজ (মঙ্গলবার) নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ এবং মহিলা কলেজে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ১১টায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের দরুন গতকালকের পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়।

গতকাল ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের কন্ট্রোলার জানান, নারায়ণগঞ্জ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তী বিষয় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটনার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসার পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

গতকালের পরীক্ষা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বোর্ডের কন্ট্রোলার বলেন, এ ব্যাপারে এক্ষুণি কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তী সময়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এনা জানায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (হাসিনা) সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজে পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা এবং ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছেন।

ঘটনার পর তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ও সংসদ সদস্য মিঃ সুধাংশু শেখর হালদারকে লইয়া নারায়ণগঞ্জ যান। এক বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশী তৎপরতা ছিল 'অবাঞ্ছিত ও উস্কানিমূলক।'